যায়যায়দিন

তারিখ ... 19 MAY ২০১০ ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

উপাচার্যদের রাষ্ট্রপতি

বিচক্ষণতার সঙ্গে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি মোকাবেলা করুন

বাসস

রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমান ক্যাম্পাসগুলোতে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের কার্যক্রমে সৃষ্ট অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সহনশীলতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে মোকাবেলা এবং কোনো অন্যায়ের সঙ্গে আপস না করার জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভাইস চ্যান্সেলরদের (উপাচার্য) প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, 'আমি সম্প্রতি লক্ষ্য করছি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করছে, যা দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে কাম্য হতে পারে না।' রাষ্ট্রপতির সঙ্গে মঙ্গলবার বঙ্গভবনে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এ কথা বলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডা. প্রাণ গোপাল দত্তের নেতৃত্বে এ প্রতিনিধিদলে দেশের ৩১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর উপস্থিত ছিলেন। এ সময় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. নজরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান এ বৈঠককালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখার পাশাপাশি নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য নৈতিক পদস্খলনের দায়ে অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে দ্রুত ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ভাইস চ্যান্সেলরদের নির্দেশ দেন। 'কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নৈতিক মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিক্ষকদের পদস্খলনের খবর পত্রপত্রিকায় চোখে পড়ে, যা জাতির জন্য অত্যন্ত অমর্যাদাকর ও দুর্ভাগ্যজনক। রাষ্ট্রপতি পাঁচটি বিশেষ নির্দেশনা দিয়ে বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের পাঠদান, বাড়তি পাঠ্যক্রম যুক্তকরণ, গবেষণা কর্ম বৃদ্ধি এবং শূন্য পদগুলো পূরণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা আনতে হবে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে স্থিতিশীল ও শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, ইউজিসি চেয়ারম্যান, প্রফেসর ডা. প্রাণ গোপাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ বক্তৃতা করেন।

প্রফেসর প্রাণ গোপাল রাষ্ট্রপতিকে সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি তাদের অবসর গ্রহণের বয়স বৃদ্ধি, ওয়ারেন্ট অফ প্রিসিডেন্স অনুযায়ী তাদের পদমর্যাদা নির্ধারণ এবং বেতন কাঠামো বর্ধিত করার দাবির ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির মনোযোগ আকর্ষণ করেন।